Islami Ain O Bichar | ISSN:1813-0372, E-ISSN:2518-9530
Vol. 21, Issue:81 | submission: 2025-05-28
January-March. 2025 | Published : 2025-08-10
DOI: https://doi.org/10.58666/iab.v21i81.291

Credit Card : An Islamic Perspective

Md. Soaib*

Abstract

Credit cards are a widely used tool in modern financial transactions, functioning primarily as a debt-based facility. Users can spend or withdraw funds within a set limit, which must be repaid within a specific period. International financial institutions supervise such services on behalf of banks, which, under Islamic legal terminology, may fall under the category of ʿujrah (service contracts)—provided they are free from ribā (interest). However, most conventional credit cards include interest clauses that render them impermissible in Islamic jurisprudence. Although interest can sometimes be avoided by clearing dues within the grace period, the inherent presence of interest conditions in the contract makes their use problematic. Major Islamic bodies such as the International Islamic Fiqh Academy, the Saudi Fatwa Committee, and the Indian Fiqh Academy have declared such cards impermissible. Yet, some scholars permit their use in cases of necessity, where no alternative exists and strict avoidance of interest is ensured. This study adopts descriptive and comparative methods to explore the operational structure of credit cards and assess their Shariah compliance. Through analysis of Qur'anic texts, Prophetic traditions, and juristic principles, the paper concludes that while credit cards offer utility, their typical contractual frameworks conflict with Shariah norms. Additionally, a comparative survey highlights the areas of consensus and divergence among contemporary jurists and Fiqh academies across various jurisdictions.

Keywords: Credit Card, Loan, Interest, Sharīʿah, Ijārah

ক্রেডিট কার্ড : শরয়ী দৃষ্টিকোণ

সারসংক্ষেপ

ক্রেডিট কার্ড আধুনিক আর্থিক লেনদেনের একটি জনপ্রিয় মাধ্যম, যা মূলত ঋণভিত্তিক ব্যবস্থা। এটি ব্যবহার করে গ্রাহক নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ খরচ বা উত্তোলন করতে পারেন এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তা পরিশোধ করতে হয়। ব্যাংকগুলোর

* Mufti Md. Soaib is a Media Researcher, ECSSR. Email: shoaibalhera@gmail.com

লেনদেন কার্যক্রম তত্ত্বাবধানের জন্য আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো কার্ড পরিষেবা প্রদান করে, যা শরীয়াহ এর পরিভাষায় উজরা বা সার্ভিস কন্ট্রাক্ট-এর অন্তর্ভুক্ত, যদি এতে সুদের সংশ্লেষ না থাকে। তবে সাধারণত, ক্রেডিট কার্ড ব্যবহারে সুদের শর্ত জড়িত থাকায় এটি ইসলামী শরিয়ত অনুযায়ী নিষিদ্ধ। যদিও গ্রেস পিরিয়ডের মধ্যে বিল পরিশোধ করলে সুদ এড়ানো সম্ভব, তবুও এই চুক্তিতে সুদের শর্ত বিদ্যমান থাকায় এটি পরিহার করাই উত্তম। আন্তর্জাতিক ইসলামিক ফিকহ একাডেমি, সৌদি আরবের ফতোয়া বোর্ড ও ভারতের ফিকহ একাডেমির মতে, এ ধরনের কার্ড গ্রহণ করা জায়েজ নয়। তবে কতিপয় আলিমের মতে, যদি বিকল্প ব্যবস্থা না থাকে এবং সর্বোচ্চ সতর্কতার সাথে সুদ পরিহার করা যায়, তাহলে একান্ত প্রয়োজনে এটি ব্যবহার করা বৈধ হতে পারে। এই প্রবন্ধে এই বিষয়গুলো বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। গবেষণায় বর্ণনামূলক (descriptive) ও তুলনামূলক (comparative) গবেষণা পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। এতে ক্রেডিট কার্ডের কার্যপ্রণালী ও এর ব্যাংকিং ব্যবস্থা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে এর বৈধতা বা অবৈধতা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ফিকহি ক্লাসিফিকেশন ও আর্থিক লেনদেনের ধরন বর্ণনা করা হয়েছে। মূল দলিল উপস্থাপনে কুরআন, হাদিস এবং ফিকহি কায়দার আলোকে সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয়েছে। তুলনামূলক বিশ্লেষণে বিভিন্ন দেশের ফিকহ একাডেমি ও আলেমদের অভিমত পার্থক্য ও মিলসহ তুলে ধরা হয়েছে।

মূলশব্দ : ক্রেডিট কার্ড, ঋণ, সুদ, শরীয়ত, ইজারা

ভূমিকা

আধুনিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ক্রেডিট কার্ড (ঋণ কার্ড) একটি বহুল ব্যবহৃত আর্থিক মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃত। এটি এমন একটি পদ্ধতি, যার মাধ্যমে একজন গ্রাহক ব্যাংকের কাছ থেকে একটি নির্দিষ্ট সীমার আর্থিক ঋণ সুবিধা পান। যা ব্যবহার করে তিনি নগদ অর্থ উত্তোলন করতে পারেন এবং নগদ অর্থ ছাড়াই পণ্য বা সেবা গ্রহণ করতে পারেন এবং পরবর্তীতে সেই অর্থ পরিশোধে বাধ্য থাকেন। দিন দিন নগদহীন লেনদেনের চাহিদা বাড়তে থাকায় বিশ্বের প্রায় সকল দেশে ব্যক্তিগত ও বাণিজ্যিক পর্যায়ে ক্রেডিট কার্ডের ব্যবহার ব্যাপকতা লাভ করেছে।

ক্রেডিট কার্ড ব্যবস্থার সূচনা ঘটে ১৯১৪ সালে আমেরিকায়, ধনিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার ক্রমবিকাশের ধারাবাহিকতায়। সময়ের সাথে সাথে এর গঠন, কার্যপ্রণালী এবং প্রাসঙ্গিক চুক্তিসমূহ জটিলতর ও বৈচিত্র্যময় হয়েছে। বর্তমানে এটি বিভিন্ন বিবেচনায় বিভিন্ন প্রকারে বিভক্ত–যেমন: ইস্যুকারী প্রতিষ্ঠান (যেমন: ব্যাংক বা আর্থিক সংস্থা), কার্ডের সুবিধাসমূহ, ব্যবহারের পরিধি, ফি ও চার্জ কাঠামো ইত্যাদি।

মূলত ইতিহাসে 'ক্রেডিট কার্ড' ব্যবস্থার দুইটি পর্যায় রয়েছে। ১৯১৪ সালে, Western Union নামে একটি আমেরিকান কোম্পানি তাদের কিছু নির্দিষ্ট বিশেষ গ্রাহককে "ক্রেডিট কার্ড"-সদৃশ একটি মেটাল প্লেট (credit token) দেয়। এটি দিয়ে তারা ভবিষ্যতে টাকা পরিশোধ করবেন- এমন ভিত্তিতে সার্ভিস নিতে পারতেন।

১৯১৪ সালের এই ঘটনাটি প্রাথমিক "ক্রেডিট ব্যবস্থা"; আধুনিক অর্থে নয়। এটিকে বলা হয় Metal Charge Plate বা Credit Token System। তবে এটি ছিল একটি নির্দিষ্ট ব্যবসা ও সীমিত ব্যবহারের ব্যবস্থা, যা আধুনিক ক্রেডিট কার্ডের মতো সর্বজনীন বা ইন্টারচেঞ্জেবল ছিল না। শুধুমাত্র Western Union-এর বিল পরিশোধের জন্য ব্যবহৃত হতো। বহুমার্চেন্ট বা সাধারণ ভোক্তা-ব্যবহারের জন্য তৈরি ছিল না।

১৯৫০ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি স্পেনের Diners Club এমন একটি কার্ড চালু করে, যা দিয়ে একাধিক দোকানে কেনাকাটা করা যেত এবং পরে টাকা পরিশোধ করা হতো – এটিই ছিল আধুনিক ক্রেডিট কার্ড ব্যবস্থার শুরু (Batiz-Lazo & Del Angel 2018, 6)। Frank McNamara নামে এক ব্যক্তি, নিউইয়র্কের একটি রেস্তোরাঁ Major's Cabin Grill-এ খাবার খেয়ে টাকা না নিয়ে একটি বিশেষ কার্ড ব্যবহার করেন। এটিই ছিল প্রথম চার্জ কার্ড, যা অনেক ব্যবসায়ী একসাথে গ্রহণ করত। অর্থাৎ, শুধু একটিই না, অনেক দোকান বা রেস্তোরাঁয় এটি ব্যবহার করা যেত। গ্রাহকরা এই কার্ড ব্যবহার করে কেনাকাটা করতেন এবং মাসের শেষে পুরো টাকা পরিশোধ করতেন। এটি আজকের ক্রেডিট কার্ড ব্যবস্থার মূল ভিত্তি তৈরি করে (Tsosie 2025)।

তবে এই ব্যবস্থার অন্যতম মৌলিক সমস্যা হলো–সুদের উপস্থিতি। অধিকাংশ প্রচলিত ক্রেডিট কার্ড ব্যবস্থায় বিলম্বে অর্থ পরিশোধ করলে গ্রাহককে অতিরিক্ত অর্থ (সুদ) প্রদান করতে হয়, যা ইসলামী শরীয়াহ অনুযায়ী স্পষ্টভাবে হারাম। ইসলাম অর্থনৈতিক ন্যায্যতা ও শোষণমুক্ত আর্থিক লেনদেনকে গুরুত্ব দেয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে, মুসলিম সমাজে দীর্ঘদিন ধরেই ক্রেডিট কার্ড ব্যবহারের শরয়ী বৈধতা নিয়ে আলোচনা ও বিতর্ক চলে আসছে।

প্রথাগত ফিকহ অনুসারে, ক্রেডিট কার্ড একটি নতুন ধরনের চুক্তি (عقد مستجد), যা ইসলামী ঐতিহ্যগত কোনো একক চুক্তির মধ্যে পুরোপুরি ফেলা যায় না। বরং এটি একাধিক চুক্তির সংমিশ্রণ। আধুনিক সময়ের ফকীহগণ ও ফতোয়া কাউন্সিলগুলো এই ব্যবস্থার পর্যালোচনা করে দেখেছেন যে, যদি ক্রেডিট কার্ডে সুদের শর্ত থাকে–বিশেষত বিলম্ব ফি কিংবা অতিরিক্ত অর্থ পরিশোধের বাধ্যবাধকতা–তাহলে এটি শরীয়াহ অনুযায়ী নিষিদ্ধ।

তবে কিছু ক্ষেত্রে, যেখানে বিকল্প ব্যবস্থা অনুপস্থিত এবং সুদের লেনদেন এড়িয়ে চলার নিশ্চয়তা থাকে, সেখানে সীমিত ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছেন সমকালীন আলেম ও ফিকহ একাডেমি।

সাহিত্য পর্যালোচনা

ক্রেডিট কার্ড নিয়ে অনেক গবেষণা সম্পন্ন হয়েছে। ড. আবদুল আজীম আবু যাইদ ও সাকিব হাফিজ খতিব রচিত -A Critical Shariah and Maqasid Appraisal of Islamic Credit Cards- শীর্ষক গবেষণায় ইসলামি ক্রেডিট কার্ডের বিভিন্ন কাঠামো,

যেমন 'ইনাহ' ও 'তাওয়াররুক' ভিত্তিক মডেলগুলোর শরীয়াহ সম্মত হওয়ার বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। গবেষকদ্বয় ইজারাভিত্তিক মডেলকেও বিশ্লেষণ করেছেন এবং শরীয়াহ ভিত্তিক প্রকৃত ইসলামি ক্রেডিট কার্ডের সম্ভাবনা তুলে ধরেছেন (Abozaid & Khateeb, 2022)।

আরেকটি গবেষণা হলো, The Islamic Credit Card Based on Ujrah Concept: Conceptual Review । এই গবেষণায় 'উজরাহ' ভিত্তিক ইসলামি ক্রেডিট কার্ডের ধারণা বিশ্লেষণ করা হয়েছে, যা 'ইনাহ'[১] ও 'তাওয়াররুক'[২] ভিত্তিক মডেলের তুলনায়

---

[১] . ইনাহ (الْعِينَة) মূলত সুদ গ্রহণের একটি কৌশল। ইসলামের আবির্ভাবের সময় সুদকে যখন স্পষ্ট হারাম ঘোষণা করা হয় এবং ব্যবসাকে হালাল ঘোষণা করা হয় তখন ঐ সময়ের পেশাদার সুদখোর মহাজনরা বিক্রয়ের মলাটে সুদ গ্রহণের একটি নতুন কৌশল বের করেন। যার নাম হচ্ছে 'ঈনা'।
ইনাহ (Buy back) হলো এমন একটি লেনদেন, যেখানে একজন ব্যক্তি কোনো পণ্য কারো কাছ থেকে বাকিতে কিনে, তারপর তাকে কম দামে নগদে আবার বিক্রি করে দেয়। উদাহরণ:
আলী রাশেদের কাছ থেকে একটি মোবাইল ১০০০ টাকায় বাকিতে কিনল (১ মাসের সময়সীমা)।
তারপর সেই মোবাইল আবার রাশেদের কাছেই ৮০০ টাকায় নগদ বিক্রি করে দিল।
এতে আলী এখন ৮০০ টাকা হাতে পেল, কিন্তু এক মাস পর রাশেদকে ১০০০ টাকা পরিশোধ করতে হবে। এটি মূলত একটি কৌশল। কোনো ব্যক্তির নগদ টাকা প্রয়োজন হলে তাকে টাকা দিয়ে অতিরিক্ত গ্রহণ করলে যেহেতু সরাসরি সুদ হয় তাই এই কৌশল অবলম্বন করা হয়। তবে এটি নাজায়েজ কৌশল।
ইনার ব্যাপারে হাদীসে স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা এসেছে। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল কে বলতে শুনেছি:
إذا تبايعتُم بالعِينةِ وأخذتم أذنابَ البقرِ، ورضيتُم بالزرعِ، وتركتمُ الجهادَ، سلَّطَ اللهُ عليكم ذُلًّا لا ينزِعُه حتى ترجعوا إلى دِينِكم
যখন তোমরা ঈনা লেনদেন শুরু করবে। গরুর পিছনে ছুটবে। তোমাদের ফসল-ফলাদি নিয়েই সন্তুষ্ট থাকবে এবং জিহাদ ছেড়ে দিবে। তখন আল্লাহ তাআ'লা তোমাদের উপর এমন বালা মুসিবত আপতিত করবেন, যা তোমরা তোমাদের প্রকৃত দীনে ফিরে আসা পর্যন্ত তুলে নেওয়া হবে না। (Abū Dāwūd Nd, 3462)
এ ধরনের লেনদেন কারও নিকটই বৈধ নয়। দু:খজনক হল, অনেকেই এই পরিকল্পিত ও অর্গানাইজড ঈনার বৈধতা ইমাম আবু ইউসূফ রহ.ও ইমাম শাফেয়ী রহ. এর দিকে সম্বোধন করেন। আদতে তা সঠিক নয়।

[২] . ইসলামি অর্থনীতিতে ঈনার বিকল্প হচ্ছে 'তাওয়াররুক' (التورُّق) বা 'monetization'। এটা এমন এক লেনদেন যেখানে একজন ব্যক্তি কোনো মাল বাকিতে ক্রয় করে এবং পরে তা কোনো তৃতীয় ব্যক্তির কাছে কম মূল্যে নগদে বিক্রি করে দেয়, শুধু নগদ অর্থ লাভের উদ্দেশ্যে। উদাহরণ:
মাহমুদ আব্দুল্লাহর কাছ থেকে একটি পণ্য ১০০০ টাকায় বাকিতে কিনল।
তারপর সেটা বাজারে অন্য একজনের কাছে ৮৫০ টাকায় নগদ বিক্রি করে দিল।
এতে সে হাতে নগদ ৮৫০ টাকা পেল, কিন্তু ১০০০ টাকা পরে আব্দুল্লাহকে দিতে হবে।
শরীআহর অবস্থান
তাওয়াররুক অনেক ফিকহ বোর্ড ও ইসলামিক ফিন্যান্স কাউন্সিলের মতে বৈধ, কারণ এতে সুদ নেই বরং বাস্তব মালিকানাভিত্তিক লেনদেন রয়েছে।
এটি আজকাল ইসলামি ব্যাংকিংয়ে সুদের বিকল্প হিসেবে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।
তুলনামূলক পার্থক্য
ইনাহতে একই ব্যক্তির সঙ্গে পরবর্তী লেনদেন হয়। তাওয়ার রুকে একই ব্যক্তির সঙ্গে পরবর্তী লেনদেন না করে তৃতীয় কোনো ব্যক্তির সঙ্গে লেনদেন করা হয়।

কম বিতর্কিত। এতে 'ইবরা' (ছাড়) ও জরিমানা সংক্রান্ত শরীয়াহ ইস্যুগুলোর দিকেও আলোকপাত করা হয়েছে (Balarabe & Abdullah, 2020)।

Customers Perceptions to Accept the Islamic Credit Card (ICC) in Bangladesh শিরোনামে বাংলাদেশে পরিচালিত আরো একটি গবেষণা পেশ করা হয়েছে। এই গবেষণায় দেখা গেছে, মধ্যবয়সী ও মধ্যম আয়ের গ্রাহকরা ইসলামি ক্রেডিট কার্ড গ্রহণে বেশি আগ্রহী (Haque et al. 2023)।

ইসলামি ক্রেডিট কার্ডের কাঠামোগত বিকল্প ও উন্নয়ন সম্পর্কে 'A Review of Islamic Credit Card Using Bayal-inah and Tawarruq Instrument ' শিরোনামে গবেষণা হয়েছে। এই গবেষণায় মালয়েশিয়ার ইসলামি আর্থিক প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত 'বাইআল-ইনাহ' ও 'তাওয়ার রুক' ভিত্তিক ইসলামি ক্রেডিট কার্ডের কাঠামো বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং শরীয়াহ দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচনা করা হয়েছে (Mohd Noor &Azli 2009)।

Conceptualising Islamic Credit Cards Based On Mushāraka Mutanāqis'-শীর্ষক এই গবেষণায় 'মুশারাকা মুতানাকিসা'[৩] ভিত্তিক ইসলামি ক্রেডিট কার্ডের ধারণা উপস্থাপন করা হয়েছে, যা শরীয়াহ ভিত্তিক একটি বিকল্প কাঠামো হিসেবে বিবেচিত (Alkhan, Hassan & Hasan 2020)।

[৩]. মুশারাকা মুতানাকিসা (المشاركة المتناقصة) – এটি একটি আধুনিক ইসলামি বিনিয়োগ পদ্ধতি, যা বিশেষভাবে আবাসন, সম্পত্তি বা দীর্ঘমেয়াদি সম্পদ ক্রয়ে ইসলামী ব্যাংকসমূহ ব্যবহার করে থাকে। মুশারাকা মুতানাকিসা বলতে বোঝায় – এমন এক অংশীদারিভিত্তিক বিনিয়োগ ব্যবস্থা যেখানে দুই বা ততোধিক পক্ষ মিলে কোনো সম্পদ কিনে নেয়, এরপর একপক্ষ ধীরে ধীরে অপরপক্ষের অংশ কিস্তিতে কিনে নেয় এবং একপর্যায়ে সম্পূর্ণ মালিকানা অর্জন করে।

মূল উপাদান:

মুশারাকা (অর্থাৎ যৌথ মালিকানা) প্রথমে ব্যাংক ও গ্রাহক যৌথভাবে সম্পদের মালিক হয়।
ইজারা (ভাড়া) গ্রাহক ব্যাংকের অংশের ভাড়া দেয়।
মুতানাকিসা (হ্রাসমান অংশীদারিত্ব) গ্রাহক ধাপে ধাপে ব্যাংকের অংশ কিনে নেয়, ফলে ব্যাংকের মালিকানা কমতে থাকে।

একটি উদাহরণ:

একজন গ্রাহক একটি বাড়ি কিনতে চায়, যার মূল্য ৫০ লাখ টাকা।
ইসলামী ব্যাংক ৩০ লাখ দেয়, গ্রাহক ২০ লাখ দেয়।
এই ৫০ লাখ দিয়ে বাড়িটি ব্যাংক ও গ্রাহকের যৌথ মালিকানায় কেনা হয়।
এরপর গ্রাহক ব্যাংকের অংশের উপর ভাড়া দিতে থাকে এবং মাসে মাসে ব্যাংকের অংশ কিনে নেয়।
৫-১০ বছরে ব্যাংকের অংশ পুরো কিনে নিয়ে সে একক মালিক হয়ে যায়।

শরীয়াহ বৈধতা:

এটি রিবা (সুদ) মুক্ত।
মূলত এটি তিনটি শরীয়াহ সম্মত চুক্তির সমন্বয়:

১. মুশারাকা (অংশীদারিত্ব)
২. ইজারা (ভাড়া)
৩. বাইউত-তামলিক (ক্রয় ও মালিকানা হস্তান্তর)

তবে এটি বৈধ হওয়ার জন্য সবগুলো বেচাকেনা চুক্তি আলাদা আলাদা হওয়া জরুরী। একটির জন্য অন্যটি শর্ত থাকা চলবে না।

"Islamic Credit Card Adoption Understanding: When Innovation Diffusion Theory Meets Satisfaction and Social Influence" শীর্ষক এই গবেষণায় ইনোভেশন ডিফিউশন থিওরি ও সামাজিক প্রভাবের মাধ্যমে ইসলামি ক্রেডিট কার্ড গ্রহণের প্রভাবক বিশ্লেষণ করা হয়েছে (Jamshidi and Hussin 2016)।

"An Exploratory Studz of The Islamic Credit Card Users' Satisfaction" -শীর্ষক এই প্রবন্ধে ইসলামি ক্রেডিট কার্ড ব্যবহারকারীদের সন্তুষ্টি নিয়ে গবেষণা করা হয়েছে, যেখানে ধর্মীয় অনুশাসন ও গ্রাহক সন্তুষ্টির মধ্যে সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা হয়েছে (Dali and Yousafzai 2012)।

বাংলা ভাষায় এ ব্যাপারে কয়েকটি প্রবন্ধ রচিত হয়েছে। মাসিক আলকাউসারে ২০০৬ নভেম্বর সংখ্যায় "ক্রেডিট কার্ড, ডেবিট কার্ড ও প্রাসঙ্গিক বিষয় : শরয়ী দৃষ্টিকোণ" শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লেখা হয়েছে। যেখানে বিস্তারিত বিশ্লেষণ ছাড়া সংক্ষিপ্ত বিধান আলোচিত হয়েছে।

মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান তারিক কর্তৃক একটি গ্রন্থ রচনা হয়েছে। সেটির নাম হলো "ডেবিট কার্ড ক্রেডিট কার্ড ইসলামী দৃষ্টিকোণ"। তবে গ্রন্থটি বাজারে নেই।

গবেষণার প্রয়োজনীয়তা

বর্তমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে ইসলামিক ফিনান্স ও শরীয়াহ ভিত্তিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার চাহিদা দিন দিন বাড়ছে। একদিকে যেমন মুসলিমদের সুদমুক্ত আর্থিক লেনদেনের আকাঙ্ক্ষা রয়েছে, অন্যদিকে আধুনিক আর্থিক মাধ্যমগুলোর সুবিধাও গ্রহণ করতে হচ্ছে। এই দ্বন্দ্বের মধ্যে কীভাবে শরীআহসম্মতভাবে ক্রেডিট কার্ড ব্যবহারের নীতিমালা নির্ধারণ করা যায়, সেটি গভীরভাবে পর্যালোচনার দাবি রাখে। এই গবেষণাপত্রে আমরা বিশ্লেষণ করব–

- ক্রেডিট কার্ডের গঠন ও কার্যপ্রণালী;
- ইসলামী শরীয়াহর আলোকে এর বৈধতা;
- সমকালীন ফিকহ একাডেমিগুলোর সিদ্ধান্ত ও ফতোয়া এবং
- ইসলামিক ব্যাংকিংয়ের সম্ভাব্য বিকল্প ব্যবস্থাগুলো।

ফলে এই গবেষণা শুধুমাত্র একটি তাত্ত্বিক আলোচনা নয়; বরং আধুনিক মুসলিম সমাজের আর্থিক বাস্তবতায় শরীয়াহসম্মত দিক নির্দেশনার একটি প্রয়াস। এছাড়া পূর্বের সাহিত্য পর্যালোচনা থেকে আমরা দেখেছি যে, বাংলা ভাষায় তেমন উল্লেখযোগ্য কোনো গবেষণা রচিত হয়নি। শুধু কয়েকটি প্রবন্ধ রচিত হয়েছে। তাই বাংলাভাষায় পাঠকদের জন্য এই গবেষণাটি উপস্থাপন করা দরকার ছিল। পূর্ববর্তী গবেষণাগুলো বেশ দীর্ঘ। আমরা কিছুটা সংক্ষিপ্তভাবে গবেষণাটি পেশ করার চেষ্টা করেছি।

ক্রেডিট কার্ড কী

আধুনিক বিশ্বে ক্রেডিট কার্ডকে বলা হয় প্লাস্টিক মানি। এক কথায় এটি একটি কার্ড, যা ব্যাংক বা এ ধরনের আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে একজন গ্রাহক নিতে পারে। ক্রেডিট কার্ডের পরিচয়ে বলা হয় :

> Credit cards, which are commonly referred to as "plastic money", are a type of financial instrument that is frequently used to make purchases of goods and services in the here and now while deferring payment to a later time
>
> ক্রেডিট কার্ড, যা সাধারণভাবে 'প্লাস্টিক মানি' নামে পরিচিত, একটি গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত, যার মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা তাৎক্ষণিকভাবে পণ্য ও সেবা ক্রয় করতে পারেন, যদিও অর্থ প্রদানের সময় পরবর্তীতে নির্ধারিত হয় (Amin, 2012)

এর বৈশিষ্ট্য (Feature) হলো হাতে নগদ টাকা না থাকলেও এই কার্ড দিয়ে কেনাকাটা বা ব্যাংক থেকে নগদ উত্তোলন করা যায়। তবে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ পর্যন্ত অর্থ ব্যবহার বা খরচ করা বা উত্তোলন করতে পারেন একজন গ্রাহক তার ক্রেডিট কার্ড দিয়ে। নির্দিষ্ট সময় পর তার ওই টাকা পরিশোধ করতে হবে। আবার ক্রেডিট লিমিট বা কত টাকা পর্যন্ত খরচ বা উত্তোলন করা যাবে সেটি সাধারণত ব্যাংকগুলো হিসেব করে গ্রাহকের মাসিক আয়ের ভিত্তিতে। তবে ব্যাংকগুলোর ভিন্ন ভিন্ন নীতি থাকার কারণে ক্রেডিট লিমিট সব ব্যাংকের একই নাও হতে পারে।

একজন গ্রাহক চাইলে তার নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য থেকে শুরু করে বাড়ির ইউটিলিটি বিল, ইন্টারনেট বিল এমনকি গৃহকর্মী ও ড্রাইভারের বেতন পর্যন্ত ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করে পরিশোধ করতে পারেন।

ক্রেডিট কার্ড এখন আর বিলাসী কোন ব্যাপার না, এটি এখন বহু মানুষের নিত্যব্যবহার্য বিষয়ে পরিণত হয়েছে।

সর্বশেষ ডাটা অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংকের An Overview of Credit Cards Usage Pattern within and Outside Bangladesh (March, 2025) প্রতিবেদনের ভিত্তিতে, ২০২৫ সালের শুরুতে প্রায় ২০ লক্ষ সক্রিয় ক্রেডিট কার্ড ব্যবহারকারীর তথ্য পাওয়া গেছে। গত ১৬ই জুলাই ২০২৪ এ The Daily Star -এ প্রকাশিত "Local credit card use shows upward trend" প্রতিবেদন অনুযায়ী এপ্রিল ২০২৪-এর হিসাবে সক্রিয় ক্রেডিট কার্ড ব্যবহারকারীদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৪.৬৯ লাখ। প্রযুক্তির উন্নতির সাথে সাথে বিশ্বের অন্য সব দেশের মতো বাংলাদেশেও আগামী এক দশকে ব্যাপক প্রসার হবে ক্রেডিট কার্ডের। সরকারি বেসরকারি সব সেবা ডিজিটালাইজড হয়ে যাচ্ছে যেভাবে তাতে করে সাধারণ মানুষও এই কার্ড ব্যবহারে উৎসাহী হয়ে উঠবে। বড় বড় তিনটি আন্তর্জাতিক কোম্পানি ভিসা, মাস্টারকার্ড ও আমেরিকান এক্সপ্রেস, ক্রেডিট কার্ড ইস্যুর লাইসেন্স প্রদান করে থাকে। তাদের লাইসেন্স নিয়ে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো আমাদের দেশেও অনেকগুলো ব্যাংক ক্রেডিট কার্ড চালু করেছে।

কার্ড অর্গানাইজেশনস ও কার্ড ইস্যুকারী ব্যাংকগুলোর মধ্যে চুক্তি

কার্ড প্রদানকারী সংস্থাগুলো কার্ড ইস্যুকারীব্যাংকগুলোকে কার্ডের কার্যকলাপ পরিচালনার জন্য প্রযুক্তিগত ও প্রশাসনিক দক্ষতা প্রদান করে। সংস্থার পরিষেবার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে:

১. সদস্যদের মধ্যে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা

কার্ড প্রদানকারী সংস্থাগুলো বিভিন্ন ব্যাংক ও তার কার্ডধারী গ্রাহকের মধ্যে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করে। কোনো গ্রাহক যখন কার্ড ব্যবহার করে লেনদেন করে তখন এটি সংস্থার মাধ্যমে হয়ে ব্যাংকের কাছে আসে। এই যোগাযোগ সুবিধা সংস্থাগুলো দিয়ে থাকে। এতে তথ্য ও লেনদেনের মসৃণতা বজায় থাকে।

Visa Core Rules & Product and Service Rules, MasterCard Core Rules, এবং Transaction Processing অনুযায়ী তারা একটি বৈশ্বিক নেটওয়ার্ক সরবরাহ করে, যার মাধ্যমে ক্রেডিট কার্ড লেনদেন রিয়েল টাইমে অনুমোদিত, যাচাই এবং নিষ্পন্ন (settlement) হয়।

২. চিঠিপত্র ও ক্লিয়ারিং অপারেশন

- চিঠিপত্র: আর্থিক ও ব্যাংকিং কার্যক্রমের ফলো-আপ নিশ্চিত করতে ব্যাংক ও বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে বার্তা, ডেটা পরিচালনা ও সমন্বয় করে।
- ক্লিয়ারিং অপারেশন: ব্যাংকগুলোর আর্থিক লেনদেন প্রক্রিয়াকরণ করা হয়, যাতে পেমেন্টগুলো সুশৃঙ্খল ও সঠিকভাবে নিষ্পত্তি করা যায়।

৩. নিষ্পত্তি ও অনুমোদন অপারেশন

নিষ্পত্তি: ব্যাংকগুলোর সমস্ত আর্থিক লেনদেন নিষ্পত্তি করা হয়েছে এই ব্যাপারটি নিশ্চিত করে। এর মানে সঠিকভাবে তহবিল স্থানান্তর ও গ্রহণ করা হয়েছে তা যাচাই করে।

অনুমোদনের প্রক্রিয়া: আর্থিক লেনদেনের অনুমোদন পরিচালনা করে। যেমন লেনদেনের বৈধতা নিশ্চিত করে এবং নির্দিষ্ট মানদণ্ডের উপর ভিত্তি করে আর্থিক লেনদেন পরিচালনা করার অনুমতি প্রদান করে।

৪. সদস্যদের মধ্যে ঘটে যাওয়া সমস্যার সমাধান

অংশগ্রহণকারী ব্যাংকগুলোর মধ্যে ও তার সদস্যদের মধ্যে যে সমস্যাগুলো দেখা দিতে পারে, যেমন লেনদেন বা প্রযুক্তিগত সমস্যা নিয়ে বিরোধ ও পরিষেবাগুলোর মসৃণ ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করা ইত্যাদি সমস্যাগুলোর সমাধান করে দেয়।

ক্রেডিট কার্ডের শরয়ী হুকুম

ক্রেডিট কার্ডের শরয়ী হুকুম হলো, এই কার্ড যেহেতু লোন কার্ড এবং লোনের বিপরীতে সুদ পে করতে হয় তাই সাধারণ অবস্থায় এই কার্ড ব্যবহার করা জায়েজ নয়। কারণ তা শরিয়ত নিষিদ্ধ রিবার অন্তর্ভুক্ত।

কার্ডধারী কার্ডের মাধ্যমে কোনো পণ্য কিনলে সেটির মূল্য তাৎক্ষণিকভাবে বিক্রেতাকে ব্যাংক পরিশোধ করে দেয়। গ্রাহক ব্যাংকের এই ঋণ পরিশোধ করার জন্য দুটি সময় থাকে। একটি হলো Payment Due Date (পাওনাদি পরিশোধের শেষ সময়)। এই সময়ের মধ্যে বিল পরিশোধ করলে গ্রাহককে অতিরিক্ত কোনো ইন্টারেস্ট পে করতে হয় না। ওই সময় পার হলে অতিরিক্ত ইন্টারেস্ট দিতে হয়।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে যেহেতু মিনিমাম ডিউ এর আগে বিল পরিশোধ করলে ইন্টারেস্ট দেয়া লাগে না তাই এর আগে বিল পরিশোধের নিয়তে এই কার্ড ব্যবহার করা যাবে কিনা? এ ব্যাপারে উলামায়ে কেরাম মৌলিকভাবে দুই ভাগে বিভক্ত হয়েছেন।

- **এক. ব্যবহার করা হারাম**

আন্তর্জাতিক ইসলামিক ফিকহ একাডেমি জেদ্দা সহ আলেমদের একটি বড় অংশ এটিকে নাজায়েজ মনে করেন। কারণ মিনিমাম ডিউ ডেট-এর মধ্যে বিল পরিশোধ করে দিলে যদিও সুদ দেয়া লাগে না তবে সুদের চুক্তি তো অবশ্যই করতে হয়। সুদ খাওয়ার মত সুদের চুক্তিও গুনাহ।

এ ব্যাপারে আন্তর্জাতিক ইসলামিক ফিকহ একাডেমি (IIFA) এর ভাষ্য নিম্নরূপ:

> أولًا: لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة ، ولا التعامل بها، إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية، حتى ولو كان طالب البطاقة عازمًا على السداد ضمن فترة السماح المجاني.
>
> ثانيًا: يجوز إصدار البطاقة غير المغطاة إذا لم تتضمن شرط زيادة ربوية على أصل الدين
>
> প্রথমত: যদি জামানতবিহীন ক্রেডিট কার্ড (Unsecured Credit Card) এর ঋণের ওপর সুদযুক্ত অতিরিক্ত পরিশোধের শর্ত থাকে, তবে এটি ইস্যু করা এবং ব্যবহার করা জায়েজ নয়। এমনকি কার্ডধারী যদি সুদের সময়সীমার (গ্রেস পিরিয়ড) এর মধ্যেই সম্পূর্ণ পরিশোধের সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন তবুও।
>
> দ্বিতীয়ত: যদি জামানতবিহীন ক্রেডিট কার্ড এর মূল ঋণের ওপর কোনো সুদযুক্ত শর্ত না থাকে, তাহলে এটি ইস্যু করা বৈধ (‘Affānah 2005, 143)।

সহজ কথায়, যদি কার্ডটি জামানতযুক্ত হয়, তবে কার্ড ইস্যুকারী ও কার্ডধারীর মধ্যকার সম্পর্ক হয় প্রদানকারী এজেন্টের মাধ্যমে অর্থ পরিশোধের (وكالة بالسداد) সম্পর্ক। সেক্ষেত্রে কার্ড ইস্যুকারীর জন্য কার্ডের বিনিময়ে ফি নেওয়া জায়েয।

আর যদি কার্ডটি জামানতবিহীন হয়, তাহলে উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক হয় জামানত (ضمان) এবং ঋণ (قرض)-এর সম্পর্ক। সেক্ষেত্রে কার্ড ইস্যুর প্রকৃত খরচ ব্যতীত কার্ড ইস্যুর জন্য কোনো পারিশ্রমিক গ্রহণ করা বৈধ নয়। কেননা জামানতের ওপর পারিশ্রমিক নেওয়া চার মাযহাবের ফিকহবিদদের ঐকমত্য অনুযায়ী অনুমোদিত নয়।

এছাড়াও, যদি কার্ডটি সুদের শর্তে যুক্ত থাকে, যেমন– কার্ডধারী নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হলে তাকে অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করতে হবে, তাহলে এই

অবস্থায় কার্ড ব্যবহার জায়েয নয়। যদিও গ্রাহক পুরোপুরি নিশ্চিত থাকে যে, সে সময়মতো অর্থ পরিশোধ করবে। কারণ, ঋণে সুদের শর্ত জুড়ে দেওয়া শুরু থেকেই এটিকে হারাম করে দেয়।...

এটি একটি বাস্তবতা যে, বর্তমানে অধিকাংশ ক্রেডিটকার্ডধারী সুদী কারবারে লিপ্ত। অর্থাৎ তারা গ্রেস পিরিয়ডের মধ্যে টাকা পরিশোধ করে দেয়ার বিষয়টি মাথায় রাখেন না। উক্ত বিষয়টিকে সামনে রেখে ভারত পাকিস্তানের অধিকাংশ উলামা ও ফাতাওয়া বিভাগের প্রধান/সদস্যগণ এ ফায়সালা দিয়েছেন যে, ক্রেডিট কার্ড অর্জন করা মৌলিকভাবে বৈধ নয়।

- **দুই. শর্ত সাপেক্ষে বৈধ**

মুফতি তাকি উসমানীসহ ওলামায়ে কেরামের আরেকটি দলের অভিমত হচ্ছে, যদি একান্ত প্রয়োজনে ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করতেই হয় সেই ক্ষেত্রে গ্রেস পিরিয়ডের মধ্যে বিল পরিশোধ করে সুদ থেকে বেঁচে যাওয়ার নিয়তে ব্যবহার করলে আল্লাহ তাআলার কাছে মাজুর হিসেবে গণ্য হবে। মুফতি তাকি উসমানি তাঁর বিখ্যাত রচনা ‘ফিকহুল বুয়ূ’ গ্রন্থে বলেন-

> المراد من "بطاقة الإئتمان " في الاصطلاح المصرفي بطاقة يُتيح لحاملها فرصة أن يشتري بها بضائع، وأن يؤدي مُصدرُ البطاقة ثمنها إلى التاجر، ثمّ إنّه يُعطى حامل البطاقة أجلاً لدفع ذلك الثّمن مع فائدة ربوية. وإنّ العملية في هذه البطاقة عملية ربوية بحتة لا تجوز، ولا يحتاج بيان حكمها إلى تفصيل آخر.
>
> ব্যাংকিং পরিভাষায় ‘ক্রেডিট কার্ড’ বলতে বোঝায় এমন একটি কার্ড, যা তার ধারককে এই সুযোগ দেয় যে, সে এর দ্বারা পণ্য ক্রয় করতে পারে। এরপর কার্ড ইস্যুকারী প্রতিষ্ঠান (ব্যাংক) সেই পণ্যের মূল্য বিক্রেতাকে পরিশোধ করে দেয়। তারপর কার্ডধারীকে একটি সময়সীমা (মেয়াদ) দেয়া হয় উক্ত মূল্য পরিশোধের জন্য–সুদসহ। এই কার্ডের মাধ্যমে লেনদেন পুরোপুরি সুদভিত্তিক একটি প্রক্রিয়া, যা শরিয়ত অনুযায়ী নিষিদ্ধ। এর শরঈ হুকুম ব্যাখ্যার আর কোনো প্রয়োজন নেই (al-‘Uthmānī 2015, 1:453)।

পরবতীর্তে তিনি ফাতাওয়ায়ে উসমানীর ৩য় খণ্ডের ৩৫৭ নং পৃষ্ঠায় এক প্রশ্নে জবাবে বলেন, সবচেয়ে উত্তম হলো–ক্রেডিট কার্ডকে ডাইরেক্ট ডেবিট হিসেবে ব্যবহার করা, অর্থাৎ ব্যাংকে থাকা টাকার সীমার মধ্যেই লেনদেন করা, যেন সুদে জড়ানোর সুযোগ না থাকে। তবে যদি এমন ব্যবস্থার সুযোগ না থাকে, তাহলে কার্ডধারী যদি নিশ্চিত থাকেন যে তিনি সুদ আরোপের আগেই বিল পরিশোধ করবেন, তাহলে তা ব্যবহার বৈধ। যদিও চুক্তিতে বিল পরিশোধে দেরি হলে সুদের শর্ত থাকে, তবু বিদ্যুৎ, ফোন, ট্যাক্স ইত্যাদি বহু ক্ষেত্রে এমন শর্ত থাকায় এবং শরিয়তে তা কার্যকর না হওয়ায়–যদি কার্ডধারী যথাসময়ে পরিশোধে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ থাকেন, তাহলে সাধারণ দুরবস্থার (عموم البلوى) কারণে এতে শিথিলতা দেওয়া যায়।

আমরা দেখতে পাচ্ছি, মুফতি তাকী উসমানির শেষোক্ত বক্তব্যটি পূর্বোক্ত সবকটি বক্তব্যের তুলনায় অধিক ভারসাম্যপূর্ণ। গ্রেস পিরিয়ডের মধ্যে পরিশোধের নিয়তে ক্রেডিট কার্ড নেয়া যাবে। শর্ত হল, নিয়ত অনুযায়ী বাস্তবেই নির্ধারিত সময় শেষ হওয়ার আগে ক্রেডিট কার্ড বিল পরিশোধ করতে হবে।

ইসলামী ফিক্‌হ একাডেমি ইন্ডিয়ার সেক্রেটারী জেনারেল মুফতি খালেদ সাইফুল্লাহ রহমানি তাঁর লিখিত ফতোয়া গ্রন্থ কিতাবুল ফাতাওয়ায় একটি প্রশ্নের উত্তরে লিখেছেন,

> کریڈٹ کارڈ کے ذریعہ سودی طریقہ پر سودا خرید کیا جائے ، یہ ضروری نہیں،
>
> اگر رقم کی ادا شدہ مقدار میں اور مقررہ میعاد کے اندر ادائیگی کے ساتھ سامان خریدنے کا اہتمام کیا جائے تو سود سے بچا جا سکتا ہے، اس لئے شرعا اس کی گنجائش ہے، اور بعض ممالک میں تو اس کا اتنا عموم اور پھیلاؤ ہو گیا ہے کہ وہ لوگوں کے لئے ضرورت کے درجہ میں آگیاہے، جہاں تک تاجروں سے اس پر دو فیصد سروس چارج کے نام سے لی جانے والی رقم ہے، تو اسے سروس چارج اجرة الخدمت) پر محمول کیا جا سکتا ہے، چنانچہ گورنمنٹ جو ترقیاتی قرضے بے روز گار لوگوں کو دیتی ہے ہے اور اس پر معمولی سی زائد رقم لیتی ہے ، اسے مولا نا مفتی نظام الدین صاحب دیو بند نے اسی پر محمول کیا ہے۔
>
> ক্রেডিট কার্ড ব্যবহারের মাধ্যমে যদি সুদভিত্তিক পদ্ধতিতে লেনদেন করা হয়, তাহলে অবশ্যই তা গ্রহণযোগ্য নয়। তবে যদি সময়মতো নির্ধারিত অর্থ সম্পূর্ণ পরিশোধের মাধ্যমে লেনদেন করা হয়, তাহলে সুদ থেকে বাঁচা সম্ভব। এ কারণে শরিয়তের দৃষ্টিতে এ ব্যবস্থায় কিছুটা গৃহীত হওয়ার সুযোগ রয়েছে। অনেক দেশে এর ব্যবহার এতটাই সাধারণ হয়ে গেছে যে, এটা মানুষের জন্য প্রয়োজনীয়তার পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। যেখানে ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে "সার্ভিস চার্জ" নামে যে ২% ফি নেওয়া হয়, তা'উজরাহ আলা আল-খিদমাহ' অর্থাৎ সেবার বিনিময়ে পারিশ্রমিক হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। যেমন: সরকার যখন বেকারদের উন্নয়নমূলক ঋণ দেয় এবং তার উপর সামান্য পরিমাণ অতিরিক্ত অর্থ নেয়, তখন দারুল উলুম দেওবন্দের মুফতি নিযামুদ্দীন সাহেব এটিকে সেবা পারিশ্রমিক হিসেবেই ব্যাখ্যা করেছেন (Raḥmānī 2008, 5:212-13)।

যদি সময়মতো সুদ ছাড়া বিল পরিশোধ করা যায় এবং ব্যবসায়ী হিসেবে সার্ভিস চার্জকে সেবার মূল্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়, তাহলে মুসলিম ব্যবসায়ীদের জন্য শরিয়তের সীমার মধ্যে থেকে ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ করার সুযোগ রয়েছে।

অগ্রগণ্য মত

আমাদের দৃষ্টিতে প্রথম মতামতটি অগ্রগণ্য। অর্থাৎ মিনিমাম ডিউতে পরিশোধের নিয়ত থাকলেও ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার জায়েয নয়। কারণ, কোন লেনদেন হালাল-হারাম হওয়ার যেসব বিষয়ের উপর নির্ভর করে তন্মধ্যে অন্যতম হল চুক্তি। এখানে চুক্তিটাই সুদী চুক্তি। আর কোন চুক্তি সুদী চুক্তি হওয়াটাই একটি স্বতন্ত্র গুনাহ।

এজন্যই তো জেনারেল ব্যাংকের প্রাপ্ত সুদ সাদকা করে দিবে এ নিয়তেও তাতে একাউন্ট খোলা বৈধ নয়।

অবশ্য কখনো এমন হয় যে, ক্রেডিট কার্ড ছাড়া কাজ হয় না। যেমন, অন লাইনের পেমেন্ট করা। এসব ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত শর্তসাপেক্ষে ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার বৈধ হবে। শর্তগুলো হল-

- ডেবিট কার্ডে সমাধা না হওয়া।
- ক্রেডিট কার্ডে ডাইরেক্ট ডেবিটের ব্যবস্থা করতে না পারা।
- গ্রেস পিরিয়ডের মধ্যে বিল পরিশোধ করতে হবে।
- গ্রেস পিরিয়ডের মধ্যেই যেন বিল পরিশোধ করা সম্ভব হয় এজন্য সর্বদিকে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।
- প্রয়োজন পরিমাণ কাজেই এর ব্যবহার সীমাবদ্ধ রাখা।
- বৈধ কাজটি ক্রেডিট কার্ড ছাড়া সম্ভব না হওয়া।

ক্রেডিট কার্ড ব্যবহারের পদ্ধতি ও শরয়ী বিধান

ক্রেডিট কার্ড বিভিন্ন উদ্দেশ্যই ব্যবহৃত হয়। কখনো বুথ থেকে টাকা উত্তোলন করার জন্য। আবার কখনো কার্ড দিয়ে পণ্য বা সেবা কেনার জন্য।

ক. বুথ থেকে টাকা উত্তোলনের জন্য কার্ড

বুথ থেকে টাকা উত্তোলনের ক্ষেত্রে কার্ডধারী যদি কার্ড ইস্যুকারী ব্যাংকের বুথ থেকেই টাকা উত্তোলন করে সে ক্ষেত্রে দুটি পক্ষ ও দুই অবস্থা হয়। পক্ষদ্বয় হলো কার্ড ইস্যুকারী ব্যাংক ও কার্ডধারী গ্রাহক।

- **প্রথম অবস্থা**

কার্ডধারীর ব্যাংকে পূর্ব থেকে ব্যালেন্স থাকলে ব্যাপারটি ব্যাংক চেকের মাধ্যমে টাকা উত্তোলন করার মতো। অর্থাৎ কার্ডধারী তার ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ থেকে কিছু অংশ কার্ডের মাধ্যমে গ্রহণ করে নিল। এটি অবশ্যই জায়েজ। এটি ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে ঋণদাতা তার ঋণ ফেরত নেয়ার মতো। উল্লেখ্য, কারেন্ট একাউন্টের টাকা ব্যাংকের কাছে ঋণ হিসেবেই থাকে।

- **দ্বিতীয় অবস্থা**

কার্ডধারীর একাউন্টে ব্যালেন্স না থাকলে ব্যাপারটি এই দাঁড়াবে যে কার্ডধারী ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করল। এই ক্ষেত্রে ব্যাংকের ঋণের পরিবর্তে সুদ পরিশোধ করার শর্ত থাকলে কার্ড ব্যবহার করা বৈধ হবে না। আর সুদের শর্ত না থাকলে বৈধ হবে। অবশ্য, সুদের শর্ত থাকা অবস্থায়ও একদল উলামায়ে কিরামের মতে মিনিমাম ডিউ এর আগে পরিশোধের নিয়ত থাকলে তা বৈধ হবে। ইতিপূর্বে এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

খ. ক্যাশ অ্যাডভান্স

কার্ড ব্যবহারকারী তার ক্রেডিট লিমিটের ৫০% (ইস্যুকারী প্রতিষ্ঠান ও কার্যভেদে তা ভিন্ন হতে পারে) টাকা ব্যাংকের যে কোন শাখা অথবা এটিএম বুথ থেকে নগদে উত্তোলন করতে পারে। তবে এক্ষেত্রে ওই টাকা পরিশোধের তারিখের আগ পর্যন্ত সময়ের জন্য ২-৩% সুদ আদায় করতে হয়। ক্যাশ অ্যাডভান্সের ক্ষেত্রে কার্ডহোল্ডারকে ডেইলি অ্যাভারেজ ভিত্তিতে ২-২.৫% সুদ আদায় করতে হয়। সুতরাং ক্রেডিট কার্ড দ্বারা নগদ টাকা গ্রহণ করা যে হারাম তা বলাই বাহুল্য।

কার্ডধারী কার্ড ইস্যুকারী ব্যাংকের বুথ ছাড়া অন্য ব্যাংকের বুথ থেকে টাকা উঠালে সে ক্ষেত্রে ধরে নেয়া হবে কার্ডধারী অন্য ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করেছে এবং ঋণটিকে তার নিজস্ব ব্যাংকের কাছে হাওয়ালা করেছে। এই ক্ষেত্রেও দুই অবস্থা।

- **প্রথম অবস্থা**

কার্ডধারীর একাউন্টে ব্যালেন্স থাকলে ধরে নেয়া হবে এটি শর্তযুক্ত হাওয়ালা। এটি জায়েজ। উল্লেখ্য, হাওয়ালা[৪] দুই প্রকার।

এক. শর্তহীন হাওয়ালা: যেখানে মুহাল আলাইহি (যার কাছে হাওয়ালা করা হয়েছে) (কার্ড ইস্যুকারী ব্যাংক) মুহিল (হাওয়ালাকারী) (এখানে কাডধারী গ্রাহক) এর কাছে ঋণী নয়।

দুই. শর্তযুক্ত হাওয়ালা: যেখানে মুহাল আলাইহি (যার কাছে হাওয়ালা করা হয়েছে) মুহিল (হাওয়ালাকারী) এর কাছে ঋণী থাকে।

- **দ্বিতীয় অবস্থা**

যদি কার্ডধারীর একাউন্টে ব্যালেন্স না থাকে, তবে এটি নিঃশর্ত হাওয়ালা গণ্য হবে। হানাফি মাযহাব অনুসারে নিঃশর্ত হাওয়ালাও বৈধ। তবে অনেক ওলামা নিঃশর্ত হাওয়ালাকে করজ হিসেবে গণ্য করেন। ইবনে কুদামা রহ. তাঁর 'আল-মুগনি' গ্রন্থে বলেন,

> وإن أحال من عليه دين على من لا دين عليه فليست بحوالة... وإنما هو إقراض.
>
> যদি ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি এমন কারো উপর হাওয়ালা করে যার কাছে তার ঋণ নেই, তবে তা হাওয়ালা নয়...বরং করজ (Ibn Qudāmah 1968, 4:392)।

এই পরিস্থিতিতে করজ নিয়ে সুদ দেওয়া বৈধ নয়। তবে মিনিমাম ডিউ এর আগে যদি ঋণ পরিশোধ করা হয়, তাহলে তা বৈধ।

---

[৪]. হাওয়ালা অর্থাৎ কোনো ঋণকে মুহিলের জিম্মা থেকে মুহাল 'আলাইহির জিম্মায় স্থানান্তর করা। ইবন রুশদ আল-হাফিদ রহ. বলেন,

> الحوالة معاملة صحيحة مستثناة من الدين بالدين
>
> হাওয়ালা একটি সহিহ লেনদেন, যা 'ঋণের বিনিময়ে ঋণ' -এর নিষেধাজ্ঞা থেকে ব্যতিক্রম। (Ibn Rushd 2004, 4:83)

তবে কেউ কেউ এটিকে সুদের চুক্তি হিসেবে বিবেচনা করে অবৈধ বলেন। ব্যাংক যেহেতু গ্রাহককে নির্দিষ্ট সময় দেয়, তাই অনেক ওলামার মতে, সময়ের মধ্যে ঋণ পরিশোধ করলে তা বৈধ হবে।

গ. পণ্য বা সেবা কেনার জন্য কার্ড

কার্ড ইস্যুকারী ব্যাংক তার গ্রাহককে এ কার্ডের মাধ্যমে একটি নির্ধারিত পরিমাণ ঋণ গ্রহণের নিশ্চয়তা দিয়ে থাকে।এরপর এ কার্ডধারী বিভিন্ন দোকান থেকে এই কার্ডের মাধ্যমে পণ্য বা সেবা ক্রয় করতে পারে। যার মূল্য কার্ডধারীর ব্যাংক পরিশোধ করে থাকে। এটিও দুই অবস্থা।

- **প্রথম অবস্থা**

কার্ডধারীর একাউন্টে পূর্ব থেকে ব্যালেন্স থাকবে। এই ক্ষেত্রে এটিকে হাওয়ালা ধরা যেতে পারে। অর্থাৎ কার্ডধারী তার পণ্য বা সেবা খরিদ করে ব্যবসায়ীকে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে হাওয়ালা করল। এতে সমস্যা নেই। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

> وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع
>
> তোমাদের কাউকে ধনী ব্যক্তির কাছে হাওয়ালা করলে সে যেন তা কবুল করে। (Muslim Nd, 1564)

- **দ্বিতীয় অবস্থা**

কার্ডধারীর একাউন্টে পূর্ব থেকে ব্যালেন্স থাকবে না। সেক্ষেত্রে এখানে শরিয়তের দৃষ্টিতে কার্ডধারী হলো ঋণগ্রহীতা। আর কার্ড ইস্যুকারী ব্যাংক হলো ঋণদাতা। ঋণের বিপরীতে সুদ দেওয়ার নিয়ত থাকলে এই কার্ড ব্যবহার করা জায়েজ নেই। তবে শায়েখ ওয়াহবাহ জুহাইলি সহ উলামায়ে কেরামের এক দল এটিকে কাফালাহ হিসেবে গণ্য করেছেন। কারণ ব্যাংকিং কার্ডগুলো ব্যবহারের ক্ষেত্রে ব্যাংক ফি গ্রহণ করে থাকে। তাই তা তাওয়াক্কালাহ বিল আজর গণ্য হবে।

ক্রেডিট কার্ড সংক্রান্ত আরও কিছু শাখা মাসআলা

ক্রেডিট কার্ডের বিষয়টি নতুন মাসআলা হওয়ায় এ সংক্রান্ত শরীয়তের হুকুম কী হতে পারে তা নির্ণয়ের জন্য বর্তমান যুগের ফকীহগণ অনেক আগে থেকেই একক ও সম্মিলিত গবেষণা করেছেন। ওআইসি ফিকহ একাডেমীতে এ বিষয়ে সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং সেখানে বেশ কিছু প্রবন্ধ পেশ করা হয়েছে। সেগুলো পর্যালোচনার পর ফয়সালাও করা হয়েছে। এছাড়া আরব ও উপমহাদেশের আরো কয়েকজন ফকীহ এ বিষয়ে প্রবন্ধ বা পুস্তিকা লিখেছেন। তাদের মতামতের সারকথা হল, কিছু শর্ত সাপেক্ষে ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করা জায়েয। মাসআলার দিক থেকে ক্রেডিট কার্ডের যে সকল বিষয় আলোচনায় আসে সেগুলো হল, ক্রেডিট লিমিট, দোকানি থেকে ব্যাংকের কমিশন গ্রহণ, দোকানি কর্তৃক (ক্ষেত্র বিশেষে) কার্ডহোল্ডার থেকে অতিরিক্ত চার্জ গ্রহণ, ফাইনান্সিয়াল চার্জ, রিওয়ার্ড ও ক্যাশব্যাক ইত্যাদি। এখানে সংক্ষেপে সেগুলোর হুকুম তুলে ধরা হলঃ

- **বার্ষিক ফি**

ব্যাংক হোল্ডারদেরকে কার্ড ব্যবহারের কারণে বার্ষিক একটি ফি প্রদান করতে হয়। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই ফি কিছুটা ছাড়ও দেওয়া হয়। এর সঙ্গে ভ্যাটও যুক্ত হয়। এই ফি গ্রহণ করতেও প্রদান করতেও শরীয়াহর পক্ষ থেকে কোনো সমস্যা নেই। কার্ড ইস্যুকারী কার্ড হোল্ডারকে যে সকল সার্ভিস দিয়ে থাকে, তার বিনিময়েই এটা গ্রহণ করা হয়ে থাকে। ফিকহের দৃষ্টিতে এটাকে উজরাহ বলা হয়।

- **ফাইনান্সিয়াল চার্জ**

ফাইনান্সিয়াল চার্জেও কয়েকটি অবস্থা হতে পারে। যেমন :

১. এমন ফি যা কোম্পানি তার গ্রাহকের কাছ থেকে পাবে।

যেমন গ্রাহকের জন্য কার্ড ইস্যু করা, বার্ষিক নবায়ন, স্ত্রী বা সন্তানদের জন্য অতিরিক্ত কার্ড ইস্যু, কিংবা কার্ড হারিয়ে গেলে বিকল্প কার্ড ইস্যুর ক্ষেত্রে এসব ফি কোম্পানি গ্রাহকের কাছ থেকে নিতে পারবে।

২. এমন ফি ও কমিশন যা তৃতীয় পক্ষের (অন্যদের) কাছ থেকে পাওনাযোগ্য।

এক্ষেত্রে গ্রাহক তৃতীয় পক্ষ থেকে ভিসা কার্ডের মাধ্যমে কিছু সেবা গ্রহণ করে, যার জন্য গ্রাহকের ওপর কোনো চার্জ বর্তায় না- এমন ফি কোম্পানি ওই সেবা প্রদানকারীর কাছ থেকে নিতে পারবে।

৩. এমন ফি ও কমিশন যা কোম্পানি বিভিন্ন দেশের মধ্যে মুদ্রা বিনিময় ও অর্থ স্থানান্তরে মধ্যস্থতার বিনিময়ে পায়ে থাকে।

এই ধরনের ফি কোম্পানি গ্রাহক বা অন্য কারো কাছ থেকে নিতে পারবে, এতে কোনো অসুবিধা নেই।

৪. এমন ফি যা কোম্পানি কোনো ভিসা কার্ডধারীকে ঋণ (টাকা ধার) দেওয়ার বিনিময়ে পায়।

এই অবস্থায় কোম্পানির জন্য এমন কোনো ফি গ্রহণ করা বৈধ নয়। হোক না সে ভিসা কার্ড তারা নিজেরাই ইস্যু করেছে বা অন্য কোনো উৎস থেকে ইস্যু করা হয়েছে। অর্থাৎ, এই ফি হয় প্রকৃত সার্ভিস চার্জ হয় এবং প্রমাণিত হয় যে মাসিক ফি কেবল কার্ড ব্যবস্থাপনা ও প্রকৃত সেবার খরচ হিসেবে নেওয়া হয়, এবং এটি ঋণের উপর কোনো অতিরিক্ত অর্থ (interest) নয়– তাহলে বহু ইসলামী স্কলার এটিকে জায়েয বলেছেন। যেমন ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের হিসাব ও নিরীক্ষা বিষয়ক সংস্থা 'অ্যাওফি'র (AAOIFI) ভাষ্য এরূপ:

> কার্ড ইস্যুকারী প্রতিষ্ঠান কার্ডগ্রাহকের ওপর সদস্য ফি, নবায়ন ফি এবং পুনঃইস্যু ফি আরোপ করা বৈধ (AAOIFI 2023, 83)।

- **দোকানি কর্তৃক কার্ডহোল্ডার থেকে অতিরিক্ত টাকা গ্রহণ**

সাধারণত ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে পণ্য বা সেবা ক্রয়ের জন্য কার্ড হোল্ডারকে

অতিরিক্ত অর্থপ্রদান করতে হয় না; বরং সাধারণ বাজার মূল্যেই সে কেনাকাটা করতে পারে। কারণ কার্ড ইস্যুকারী ব্যাংককে দোকানী কর্তৃক কমিশন প্রদান করা লাগলেও যে দোকানে এ সুবিধা থাকে সেখানে বিক্রির পরিমাণ বেড়ে যায় এবং গড় হিসেবে এটি লাভজনক হয়ে থাকে। তবে কোন কোন ছোট দোকানদার অথবা খুবই স্বল্প লাভ করে থাকে (যেমন ১-৩%) এমন প্রতিষ্ঠান কার্ডে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ৩% চার্জ করে থাকে। তাদের দাবি হচ্ছে, ব্যাংক তাদের থেকে যে ৩% কমিশন নিয়ে থাকে সেটিই তারা গ্রাহকের কাছ থেকে অতিরিক্ত নিচ্ছে।

যে সকল বিপণী বিতান অথবা বিভিন্ন সেবা বিক্রেতা প্রতিষ্ঠানে ক্রেডিটকার্ড গ্রহণযোগ্য হয়ে থাকে তাদের অধিকাংশই নগদ বিক্রয় এবং কার্ডের মাধ্যমে বিক্রি একই মূলে করে থাকে। তবে কোন কোন প্রতিষ্ঠান কার্ডের বিক্রির ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ২-৩% চার্জ করে থাকে। এ অতিরিক্ত অংশের ব্যাপারে বর্তমান সময়ের ফকীহগণ গবেষণা করে একাধিক মত প্রদান করেছেন। তাদের অধিকাংশের মত হল অতিরিক্ত টাকা দেয়ার কারণে ওই বেচাকেনা নাজায়েয হবে না এবং এটি সুদের আওতায়ও পড়বে না। কারণ এখানে কার্ডহোল্ডার তার কাছ থেকে কোন ঋণ নেয়নি যার সুদ দোকানি তার কাছ থেকে গ্রহণ করতে পারে। আসলে এ অতিরিক্ত টাকা পণ্যমূল্যেরই অংশ। যেমনিভাবে বাকিতে কোন জিনিস কিনতে গেলে অনেক ক্ষেত্রে মূল্য বাড়িয়ে নেয়া হয়, তেমনি এ ক্ষেত্রেও ক্রেডিটে খরিদের কারণে অতিরিক্ত টাকা নিচ্ছে। সুতরাং এটি নাজায়েয নয়। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রমও হয়ে থাকে। অর্থাৎ ক্রেডিট কার্ডে মূল্য পরিশোধ করলে ৫% বা ১০% বা এর কমবেশি ডিসকাউন্ট পাওয়া যায়। এটি মূলত করা হয় ক্রেডিট কার্ড ইস্যুকারী ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তির মাধ্যমে, যেন এ উসিলায় কার্ড ব্যবহারকারীরা এ প্রতিষ্ঠান থেকে বেশি বেশি কেনাকাটা করতে আগ্রহী হয়। শারীয়তের দৃষ্টিতে এ ডিসকাউন্ট প্রদানে কোন আপত্তি নেই।

- **রিওয়ার্ডস**

কোনো কার্ড ইস্যুকারী প্রতিষ্ঠান কার্ডহোল্ডারদেরকে বিভিন্নভাবে পুরস্কৃত করে থাকে। এর উদ্দেশ্য হলো, কার্ড এর ব্যবহার বাড়ানো। বিশেষ কোনো কার্ডধারী এই পুরস্কার পায় না। বরং সবাই পেয়ে থাকে। শরীআহর দৃষ্টিতে এতে কোনো সমস্যা নেই। কার্ডহোল্ডারের জন্য পুরস্কার গ্রহণ করা বৈধ। তবে কার্ড ব্যবহারের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত কেনাকাটা। পুরস্কার গ্রহণ মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নয়।

- **ভ্যাট ও ট্যাক্স**

ক্রেডিট কার্ডের উপর একেক দেশে একেক হারে ফি গ্রহণ করে থাকে সরকার। এতদিন পর্যন্ত আমাদের দেশে শুধু ক্রেডিট কার্ডের বার্ষিক ফি'র ওপর ১৫% ভ্যাট নিত সরকার। কিন্তু চলতি অর্থ বছরের বাজেটে ক্রেডিট কার্ডের যে কোন ট্রাঞ্জেকশনের ওপর ৩% অগ্রিম ট্যাক্স আদায়ের বিধান করা হয়। এ ধরনের ভ্যাট ও

ট্যাক্স আরোপ শরীয়তের দৃষ্টিতে অনধিকার চর্চা ও জুলুমের অন্তর্ভুক্ত হলেও এর কারণে ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করা নাজায়েয হবে না।

- **ক্যাশব্যাক**

কোনো কোনো কার্ডের ইস্যুকারী প্রতিষ্ঠান কার্ডের ব্যবহার বাড়ানোর জন্য কিছু শর্ত সাপেক্ষে প্রতি ট্রাঞ্জেকশনের উপর ১-৫% পর্যন্ত ক্যাশ ব্যাক দিয়ে থাকে। এটিও মূলত এক ধরনের শর্তযুক্ত পুরস্কার। সুতরাং এই জাতীয় ক্যাশব্যাক গ্রহণ করা বৈধ।

- **দোকানি থেকে ব্যাংকের কমিশন গ্রহণ**

কার্ডহোল্ডার ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে পণ্য বা সেবা খরিদের পর ইস্যুকারী ব্যাংক ওই প্রতিষ্ঠানকে ব্যবহারকৃত অংকের টাকা দুই-তিন দিনের মধ্যেই পরিশোধ করে থাকে। তবে এ সকল প্রতিষ্ঠান থেকে ইস্যুকারী ব্যাংক নির্ধারিত হারে ফি নিয়ে থাকে; যা সাধারণত ব্যবহারকৃত টাকার ১ থেকে ৩ শতাংশ হয়ে থাকে।

উক্ত টাকার হুকুম শরীয়তের দৃষ্টিতে কী হবে এ নিয়ে গবেষক ফকীহ আলেমদের ২টি ভিন্নমত রয়েছে। কেউ কেউ মনে করেন, এটি ব্যাংক কর্তৃক দোকানিকে অগ্রিম পরিশোধ করে দেয়া টাকার (যা কার্ড হোল্ডার থেকে ব্যাংক নির্ধারিত মেয়াদের পর নিবে) ওপর একটি চার্জ, যা সুদের নামান্তর। সুতরাং এ টাকা গ্রহণ করা জায়েয নয়।

পক্ষান্তরে অন্য ফকীহদের মতে এটি সুদের আওতায় পড়ে না। কারণ এখানে দোকানী ব্যাংক থেকে কোন ঋণ নিচ্ছে না; যার জন্য সে সুদ প্রদান করবে। এ শ্রেণির আলেমদের মতে এটি হল ব্যাংকের পক্ষ থেকে দোকানিকে ক্রেডিট কার্ড ব্যবহারের সুযোগ প্রদান করা এবং তাদেরকে প্রয়োজনীয় মেশিনারী সরবরাহের চার্জ স্বরূপ। সুতরাং এটি নাজায়েয নয়। এ ক্ষেত্রে যুক্তিগুলো হল:

১. কার্ড ইস্যুকারী প্রতিষ্ঠান ব্যবসায়ীকে একটি গুরুত্বপূর্ণ সেবা দেয়, যেমন: গ্রাহক আনয়ন, যা মূলত দালালি বা সেলস মার্কেটিংয়ের কাজ–এজন্য ফি নেওয়া বৈধ।

২. ব্যাংক ব্যবসায়ীদের জন্য কিছু প্রযুক্তিগত ও পদ্ধতিগত সুবিধা প্রদান করে (যেমন: POS মেশিন ইত্যাদি), যার জন্য পারিশ্রমিক নেওয়া যুক্তিসঙ্গত।

‘অ্যাওফি’র (AAOIFI) ভাষ্য অনুযায়ী:

> র্কাড ইস্যুকারী প্রতিষ্ঠানের জন্য কার্ড গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান থেকে ইস্যু ও সেবা মূল্যের উপর শতকরা হারে কমিশন গ্রহণ করা বৈধ (AAOIFI 2023, 83)।

অবশ্য এ মাসআলার হুকুম যাই হোক তা কার্ড হোল্ডার ও কার্ড ইস্যুয়ার এর মাঝের কারবারের হুকুমে প্রভাব ফেলবে না বলেই মনে হয়।

ডেবিট কার্ড

ডেবিট কার্ড দেখতে ক্রেডিট কার্ডের মতই আরেকটি ইলেকট্রিক মানি। এ কার্ডের সূচনা এটিএম (অটোমেটেড টেলার মেশিন) থেকে।

ডেবিট কার্ড সম্পর্কে অনেকেরই হয়ত ধারণা রয়েছে। কারণ আমাদের দেশে এ প্রযুক্তি এসেছে কম সময় হয়নি। ব্যাংকে একাউন্টধারী ব্যক্তি ডেবিট কার্ড দিয়ে বছরের যে কোন দিন যে কোন সময় (৩৬৫ দিনের ২৪ ঘণ্টা) নির্ধারিত বুথ থেকে নগদ টাকা উত্তোলন করতে পারে। অবশ্য এক্ষেত্রে তার একাউন্টে ওই পরিমাণ টাকা থাকা আবশ্যক। আবার এ কার্ড দ্বারা বর্তমানে অনেক মার্কেট, দোকান বা সেবা প্রতিষ্ঠানের বিলও পরিশোধ করা যায়।

সুতরাং ক্রেডিট কার্ড ও ডেবিট কার্ডের সুযোগ-সুবিধা প্রায় কাছাকাছি হলেও এ দু’টির মাঝে মৌলিক পার্থক্য হল-প্রথমটির দ্বারা আগে খরচ করে পরে টাকা পরিশোধ করতে হয়। পক্ষান্তরে ডেবিট কার্ডের সুবিধা তখনি পাওয়া যাবে যদি কার্ডধারীর একাউন্টে আগে থেকেই পর্যাপ্ত পরিমাণ টাকা জমা থাকে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে ডেবিট কার্ডের মাসআলা সহজ এবং এটি ব্যবহার করা জায়েয। আর এক্ষেত্রে ব্যাংকগুলো যে বার্ষিক ফি নির্ধারণ করে তাও নাজায়েয নয়। অবশ্য ফি হওয়া দরকার যুক্তিসঙ্গত পরিমাণে। দেশীয় কোন কোন ব্যাংক কিছুদিন আগেও এটিএম কার্ডের সীমিত সুযোগ দিয়ে ১,৫০০/- করে বার্ষিক ফি নিয়েছে; যা পরিষ্কার জুলুমের অন্তর্ভুক্ত। বর্তমানেও ব্যাংকগুলো ৫০০/৬০০ করে এ ফি নিয়ে থাকে। বাস্তবতার বিচারে তা হওয়া দরকার আরো কম।

গবেষণার সংক্ষিপ্ত ফলাফল

এই গবেষণায় আধুনিক আর্থিক ব্যবস্থায় ব্যবহৃত ক্রেডিট কার্ড সংক্রান্ত বিভিন্ন মাসআলা ও তার শরীআহভিত্তিক মূল্যায়ন উপস্থাপন করা হয়েছে। সমসাময়িক ফকীহগণ ও আন্তর্জাতিক ফিকহ একাডেমিগুলোর গবেষণা এবং ফতোয়ার আলোকে নিচের বিষয়গুলোর সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ:

- ক্রেডিট কার্ডের মূল ব্যবহার: কার্ডধারীর ব্যাংক একাউন্টে টাকা থাকলে তা ব্যবহার করতে অসুবিধা নেই। তবে টাকা না থাকলে মিনিমাম ডিউ এর আগেই টাকা পরিশোধের শর্তে একান্ত প্রয়োজন হলে ব্যবহার করা যাবে।
- বার্ষিক ফি (Annual Fees) – শরীয়াহ অনুযায়ী জায়েয। এটি একটি সার্ভিস ফি, যা ইজারার আওতায় পড়ে।
- দোকানি কর্তৃক অতিরিক্ত চার্জ (২-৩%) — অধিকাংশ ফকীহ এটিকে মূল পণ্যমূল্যের অংশ মনে করে বৈধ বলেছেন। তবে স্বচ্ছতা ও পূর্ব জানিয়ে নেয়া জরুরি।
- ডিসকাউন্ট অফার (Card-based Discounts) কার্ড ইস্যুকারী ও দোকানির চুক্তির আওতায় হলে বৈধ। এতে কোনো শরীয়তসম্মত আপত্তি নেই।
- রিওয়ার্ডস ও ক্যাশব্যাক ব্যবহার বৃদ্ধির জন্য প্রদত্ত পুরস্কার হিসেবে বৈধ, যদি তা শুধুমাত্র কেনাকাটার সাথে সংশ্লিষ্ট থাকে এবং কোনো সুদের লেনদেন না থাকে।

- ভ্যাট ও ট্যাক্স যদিও শরীয়াহর দৃষ্টিতে এই অতিরিক্ত কর অনেক সময় জুলুম বা অনধিকার চর্চা হিসেবে দেখা হয়, তথাপি এগুলো ব্যবহারে ক্রেডিট কার্ড হারাম হয়ে যায় না।
- দোকানি থেকে ব্যাংকের কমিশন- এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে: একাংশ এটিকে সুদের অনুরূপ মনে করে নিষিদ্ধ বলেছেন। অন্য অংশ এটিকে ব্যাংকের সার্ভিস চার্জ হিসেবে বৈধ মনে করেন।
- ডেবিট কার্ড পুরোপুরি বৈধ, কারণ এটি আগেই জমাকৃত অর্থ দ্বারা লেনদেন করে। তবে বার্ষিক ফি হওয়া উচিত যৌক্তিক পরিমাণে।

Bibliography

Abū Dāwūd, Sulaimān Ibn al-Ash'ath al-Sijistānī. ND. *Sunan Abī dāwūd*. Edited by: Muḥammad Muḥyi al-Dīn 'Abd al-Ḥamīd. Beirut: al-Maktabah al-'Aṣriyyah

AAOIFI, Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions. 2023. *Shari'ah Standards (Bangla Version)*. Central Board For Islamic Banks Of Bangladesh

Abozaid, Abdulazeem, and Saqib Hafiz Khateeb. 2022. "A Critical Shariah and Maqasid Appraisal of Islamic Credit Cards". *European Journal of Islamic Finance* 9 (3):14-20. https://doi.org/10.13135/2421-2172/6816

'Affānah, Ḥusām al-Dīn b. Mūsā b. Muḥammad. 2005. *Fiqh al-Tājir al-Muslim*. al-Quds: al-Maktabah al-'Ilmiyyah

Alkhan, Ahmed M, M. Kabir Hassan, and Rashedul Hasan. 2020. "CONCEPTUALISING ISLAMIC CREDIT CARDS BASED ON MUSHĀRAKA MUTANĀQISA" *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 6 (4): 747-766 Doi: 10.21098/jimf.v6i4.1257

al-'Uthmānī , Muḥammad Taqī . 2015. *Fiqh al-Buyū' 'Alā al-Madhāhib al-Arba'ah*. Karachi: Maktabah Ma'āri al-Qur'ān

Amin, Hanudin. 2012. "Patronage factors of Malaysian localcustomers toward Islamic credit cards"*Management Research Review*, 35(6), 512-530 https://doi.org/10.1108/01409171211238271

Balarabe, Abubakar, and Md. Faruk Abdullah. 2020. "The Islamic Credit Card Based on Ujrah Concept:" *Journal of Emerging Economies and Islamic Research* 8 (3): 74. https://doi.org/10.24191/jeeir.v8i3.9556

Batiz-Lazo, Bernardo, and Gustavo A. Del Angel. 2018. "The Ascent of Plastic Money: International Adoption of the Bank Credit Card, 1950–1975." *The Business History Review* 92 (3): 509–33. https://doi.org/10.1017/s0007680518000752.

Haque, Md. Shariful, A. M. Shahabuddin, Mohammad Emdad Hossain, Kulsuma Akter, and Sayema Hoque. 2023. "Customers Perceptions to Accept the Islamic Credit Card (ICC) in Bangladesh." *American Journal of Economics and Business Administration* 15 (1): 31–43. https://doi.org/10.3844/ajebasp.2023.31.43

Ibn Qudāmah, Muwaffaq al-Dīn 'Abd Allāh Ibn Aḥmad. 1968. *al-Mughnī*. Cairo: Maktaba al-Qāhirah

Ibn Rushd, Abū al-Walīd Muḥammad b. Aḥmad b. Muḥammad b. Aḥmad al-Qurṭubī. 2004. *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*. Cairo: Dār al-Ḥadīth

Jamshidi, Dariyoush, and Nazimah Hussin. 2016. "Islamic Credit Card Adoption Understanding: When Innovation Diffusion Theory Meets Satisfaction and Social Influence." *Journal of Promotion Management* 22 (6): 897–917. https://doi.org/10.1080/10496491.2016.1214206.

Mohd Dali, Nuradli Ridzwan Shah, and Shumaila Yousafzai. 2012. "An Exploratory Study of The Islamic Credit Card Users' Satisfaction". *The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research* 9 (1):143-71. https://jmifr.usim.edu.my/index.php/jmifr/article/view/146.

Mohd Noor, Azman, and Rafidah Azli. 2009. "A Review of Islamic Credit Card Using Bay'al-'inah and Tawarruq Instrument As Adopted by Some Malaysian Financial InstitutionIslamic Credit Card or Better Known As Credit Card-I Is One of the Alternative Banking Products Introduced by Islamic Financial in". *The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research* 6 (1):1-20. https://jmifr.usim.edu.my/index.php/jmifr/article/view/85.

Muslim, Abū al-Ḥasan Ibn al-Ḥajjāj al-Qusahyrī. ND. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Edited By: Muḥammad Fuwād 'Abd al-Bāqī. Beirut: Dār Iḥyā al-Turāth al-'Arabī.

Raḥmānī, Khālid Sayf Allāh. 2008. *Kitāb al-Fatawā*. Karachi: Zamzam Publisher

Tsosie, Claire. 2021. "The History of the Credit Card." NerdWallet. Updated on Mar. 15, 2021. https://www.nerdwallet.com/article/credit-cards/history-credit-card?utm